মণিপুরী ভাষার কবি

এস ভানুমতি দেবীর নির্বাচিত কবিতা

অনুবাদ

এ কে শেরাম

CamScanner

এস ভানুমতি দেবী

জন্ম ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফাল শহরের শগোলবন্দ শয়াং পৃথ্রিমপাল-এ।

পিতা বিখ্যাত মণিপুরী কবি সঞ্জেনবম নদীয়া সিংহ ও মা ইবেমপিশক দেবী।

বিবাহিতা। স্বামী লাইশ্রম ধবল সিংহ। এক কন্যা ও দুই পুত্র সন্তানের জননী।

ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির পাশাপাশি গীতিকার হিসেবেও আত্মপ্রকাশ। অল ইন্ডিয়া রেডিও, ইম্ফাল-এর তালিকাভুক্ত প্রথম মহিলা গীতিকার। জাতীয় পর্যায়ে কবিতা রচনা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ—৪টি কাব্যগ্রন্থ ও ১টি অনুবাদগ্রন্থ। রাস্কিন বন্ড-এর 'এ ফাইট অব পিজিয়নস' গ্রন্থের মণিপুরী অনুবাদ 'খুনুশিংগী লাঞ্জেল'-এর জন্য ২০০৭ সালে অনুবাদ সাহিত্যে নয়াদিল্লীর সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, নহারোল সাহিত্যপ্রেমী সমিতি, কালচারাল ফোরামসহ বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে যুক্ত।

কর্মজীবনে একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এখন অবসর জীবনযাপন করছেন।

মূল্য : ৭৫ টাকা

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৮৯০১-৭৮-৬

CamScanner

এস ভানুমতি দেবীর
নির্বাচিত কবিতা

অনুবাদ
এ কে শেরাম

উৎস প্রকাশন ॥ ঢাকা

CamScanner

| প্রকাশনার ১ দশক

প্রকাশক
মোস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০। ফোন : + ৮৮-০২-৯৬৭৬০২৫
e-mail : utsopro@yahoo.com

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১১

© লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স, নয়াপল্টন, ঢাকা

মূল্য
পঁচাত্তর টাকা • তিন মার্কিন ডলার • দুই পাউন্ড

Selected Poems of S Bhanumati Devi Translated in Bengali by
A K Sheram. Published on July 2011, Published by Mustafa Salim
Utso Prokashan 127 Aziz Super Market 2nd flr. Shahbag Dhaka-1000
Phone : + 88 02 9676025, 01715 404134
Price TK 75/- • US $ 3 • £ 2

ISBN : 978-984-8901-78-6

CamScanner

কিছু কথা

মণিপুরী কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন হলো 'ঔগ্রী'—একটি গীতিকবিতা; যা খ্রিস্টীয় ৩৩ অব্দে মণিপুররাজ পাখংবার সিংহাসনারোহণকালে নিবেদিত হয়েছিলো বলে বিশ্বাস করা হয়। সেই হিসেবে মণিপুরী কবিতার বয়ঃক্রম প্রায় দুই হাজার বৎসর। কিন্তু আধুনিক মণিপুরী কবিতার পথচলা শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তসীমায় এসে—যার পরিপুষ্টি বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ইংরেজি ও বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে। শুধু কবিতা নয়, মণিপুরী সাহিত্যে আধুনিকতার ধারা সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মণিপুরী কবিতার আধুনিক যুগের উন্মেষকালের প্রধান প্রধান কবিরা হলেন লমাবম কমল, খ্বাইরাকপম চাউবা, হিজম অঙাংহল, হওয়াইবম নবদ্বীপচন্দ্র, অরাম্বম দরেন্দ্রজিৎ, অশাংবম মীনকেতন, রাজকুমার শীতলজিৎ, শঞ্জেনবম নদীয়া প্রমুখ। তারা সবাই মূলত রোমান্টিক ধারার। পরবর্তীতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশে মণিপুরী সাহিত্যে বিশেষত কবিতায় নতুন ধারার সূচনা ঘটে। সেখানে সমসাময়িক ঘটনার প্রতিফলন, যুগযন্ত্রণা ও আধুনিক জীবনের উন্মুল চেতনা নতুন কবিতাভাষ্য রচনা করে। কিন্তু তারপরও অনেকের কবিতায় এখনও রোমান্টিক ধারাই প্রবল। বর্তমান সময়ের সেই ধারার কবিদের অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর হলেন কবি এস ভানুমতি দেবী।

শ্রীমতি এস ভানুমতি দেবীর জন্ম ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর ভারতের মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফাল শহরের শগোলবন্দ শয়াং পুখ্রি মপাল-এ। পিতা মণিপুরী কবিতায় আধুনিকতার উন্মেষপর্বের অন্যতম প্রধান কবি শঞ্জেনবম নদীয়া এবং মাতা ইবেমপিশক দেবী। এক কন্যা ও দুই পুত্র সন্তানের জননী এই কবির স্বামীর নাম লাইশ্রম ধবল সিংহ। কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চারটি—'খোঞ্জেল'শীবু নঙগীরা?' (১৯৮২), 'কল্লবা ঈরৈ'মদা অসুম অসুম' (১৯৯১), 'অরোইবা ওয়াহং' (২০০১) ও 'লাক্লো ঐখোয় পুল্লসি' (২০০৬)। তাছাড়া এই কবিকৃত একটি বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। রাস্কিন বন্ড-এর উপন্যাস 'এ ফ্লাইট অব পিজিয়নস' অনুবাদ করেছেন তিনি 'খুনুশিংগী লাঞ্জেল' শিরোনামে। এই অনুবাদকর্মের জন্যে এস ভানুমতি দেবী ২০০৭ সালে অনুবাদ সাহিত্যে নয়াদিল্লীর সাহিত্য একাডেমি এওয়ার্ড পেয়েছেন।

কবি এস ভানুমতি দেবী ২০০০ সালে প্রথম বাংলাদেশ সফরে আসেন। তখনই তাঁর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরিচয়—যদিও তাঁর কবিতার সাথে পরিচয়ের সূত্র অনেক পুরোনো। পরবর্তীতে আমার দু'বার ভারত সফরের সময় এই কবির সাথে

পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। তাঁর কবিতা আমাকে আলোড়িত করে প্রবলভাবে যুগযন্ত্রণা এবং জীবনের নানা জটিলতা তাঁর কবিতার শরীরে আঁধার ছায়া মেলে দিলেও দেশ ও মানুষের প্রতি এক অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং হারিয়ে যাওয়া সুন্দর জীবনের জন্য এক ধরনের আকুলতা তাঁর কবিতার হৃদয়জুড়ে ছড়িয়ে দেয় এক অন্যরকম স্মৃতিকাতরতা। সেই আবেগী চেতনা নিমেষে ছুঁয়ে যায় যে কোনো পাঠক-হৃদয়কে।

অনুবাদ খুবই দুরূহ বিষয়—বিশেষ করে কবিতার অনুবাদ। কারণ, একটি কবিতার ভাষা, উপমা-প্রতীকের সাথে বিশেষত, তার অন্তর্গত চেতনায়, বিধৃত থাকে একটি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য—একটি সংস্কৃতির অন্তর্গত চেতনাপ্রবাহ; যার অনুবাদ কখনো শব্দ দিয়ে বা ভাষা দিয়ে করা যায় না। তারপরও আমি চেষ্টা করেছি অনুবাদের মাধ্যমে মূল কবিতার চেতনা ও চারিত্রকে যতটুকু সম্ভব বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্যে। কতটুকু সফল হয়েছি তার বিচার পাঠকেরাই করবেন। আমি কবি এস ভানুমতি দেবীর 'নির্বাচিত কবিতা' শিরোনামের এই গ্রন্থে কবির তিনটি কাব্যগ্রন্থ—'লাক্লো ঐখোয় পূল্লসি', 'অরোয়বা ওয়াহং' ও 'খোঞ্জেল'শীবু নঙগীরা?' থেকে নির্বাচিত ৩০টি কবিতা অনুবাদের মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে এই কবিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। পাঠকেরা যদি আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস থেকে কিছুটা হলেও মণিপুরী কবিতার স্বাদ পান তাহলে আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

বর্তমান বাংলা কবিতার এক অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর জাতীয় কবিতা পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী এই অনুবাদগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে মূল্যায়নধর্মী একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা লিখেছেন—যা ভূমিকা পর্যায়ে সন্নিবেশিত হলো। তাঁর এই রচনার সংযুক্তি গ্রন্থটিকে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্যের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করে দিয়েছে। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ অশেষ। তাছাড়া খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বইটি প্রকাশের জন্যে উৎস প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী মোস্তফা সেলিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই সবিশেষ কৃতজ্ঞতা।

এ কে শেরাম

ভূমিকা

মণিপুরী ভাষার কবি এস ভানুমতি। জন্ম ১৯৪৮ সালে, মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালের শগোলবন্দ শয়াং পুখ্রি মপাল-এ। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চার এবং তা থেকেই ৩০টি নির্বাচিত কবিতার বাংলা রূপান্তর করেছেন এ কে শেরাম। এ কে শেরাম বাংলাভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষা মণিপুরীতেও কাব্যচর্চা করেন এবং খ্যাতিমানও বটে। আধুনিক মণিপুরী সাহিত্যের অন্তর্গত রূপটি তাঁর অতি চেনা। ফলে এটা বিশ্বাস করে নেয়া যায়, এস ভানুমতির কবিতার মূল ঘ্রাণটি আমরা তাঁর মাধ্যমে বাংলাভাষায় যথার্থভাবেই পাবো।

অনুবাদে লাবণ্য যেমন ঝরে, তেমনি পাল্টে যায় ত্বকেরও বর্ণ। আর কবিতা, তা যে ভাষারই হোক, অবগুণ্ঠন থেকে তাকে উন্মোচনের কাজটি অনুবাদকের জন্য দুরূহ। প্রায়শ পাঠক মূল ভাষার সঙ্গে পরিচিত না হয়ে—অনুবাদের মাধ্যমেই বাণীর একটি ইঙ্গিত লাভ করেন। ভেদরেখাটি সেখানে স্ফীত হওয়াই স্বাভাবিক। তবু সান্ত্বনা তো একটা থাকেই, স্পর্শ করা না গেলেও বাঁশির রেশ পাওয়া যায়।

মণিপুরী কবিতার তিন পুরোধা পুরুষ হলেন হিজম অঙাংহল সিংহ (১৮৯২-১৯৪৩), খ্বাইরাকপম চাউবা সিংহ (১৮৯৫-১৯৫০) এবং লমাবম কমল সিংহ (১৮৯৯-১৯৩৫)। এঁদের কবিতায় মণিপুরের ঐতিহ্য-পুরাণ যেমন প্রতিভাত হয়েছে তেমনি প্রকৃতি-প্রাণও বিধৃত হয়েছে সম্যকভাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মণিপুরী কবিদের মধ্যে অবশ্য উল্লেখযোগ্য দু'জনের নাম করা যায়। তাঁরা হলেন—নবদ্বীপচন্দ্র এবং দোরেন্দ্র। বীরেন্দ্রজিৎ নাওরেম সম্পাদিত মণিপুরী মহিলা কবিদের একটি সংকলন প্রকাশ করে মণিপুরী লিটারেরি সোসাইটি। তাতে এস ভানুমতির যে কবিতা প্রকাশিত হয় তার বিষয়বস্তু নারী-অধিকার ও সমাজবিপ্লবের পক্ষে। আর সাম্প্রতিক সময়ের যে একদল তরুণ মণিপুরী কবিতাকে পুষ্ট করেছেন, তাঁরা হলেন—পদ্মকুমার, শ্রীবীরেন, ইবোমচা, ইবোহল, ইবোপিশক, মধুবীর, জ্যোতিরিন্দ্র প্রমুখ।

প্রাণ ও প্রকৃতি, সংসার ও সম্পর্ক, স্পর্ধা ও আকাঙ্ক্ষা, মমতা ও মাধুর্য, প্রশ্ন ও পরাজয়—যা কিনা একজন আধুনিক কবিতে অন্তর্লীন—তার সবকিছুই আছে এস ভানুমতির কবিতায়। আর এ কে শেরাম কবিতার হৃদয়কে প্রকাশিত করেছেন অনুবাদের সারল্যে, বাংলা কবিতার স্নেহে। এতে দুই কবির এক অপরূপ মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে—আমরা পাচ্ছি মণিপুরী এক স্রষ্টার উল্লেখযোগ্য অন্তর-ভাষ্য। 'যা দেখি সব কিন্তু সত্য নয়/ সাদাগুলো সব সাদা নয়/ কালো নয় কালোগুলোও।' তবে সত্য কি, কালো কিংবা সাদা-ই বা কি?

বাংলা ভাষার সঙ্গে মণিপুরী ভাষার নাড়ির যোগ—মণিপুরী কবিতাকে আমাদের আগুন-বৃষ্টির ভেতর, আমাদের ভালোবাসার ভেতর, আমাদের সংগ্রামের ভেতর মিলিয়েছে। আর এ কে শেরাম সেই মেলানোর কাজটিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

হাবীবুল্লাহ সিরাজী
ঢাকা, ১৬ জুন ২০১১

CamScanner

সূচি

লাক্কো ঐখোয় পূল্লশি ২০০৬	০৯-২৯
এসো আমরা এক হই	
অরোইবা ওয়াহং ২০০১	৩০-৪১
শেষ প্রশ্ন	
খোঞ্জেল'শীবু নঙগীরা ১৯৮২	৪২-৪৮
এ কণ্ঠস্বও কি তোমার?	

CamScanner

লাক্কো ঐখোয় পূল্লশি ২০০৬

এসো আমরা এক হই

CamScanner

জীবনের কুরুক্ষেত্রে

মূল কবিতা : পুন্সি লানফমসিদা

মা!
ভয়ঙ্কর এ-যুদ্ধক্ষেত্রে
এই বধ্যভূমিতে
তরবারির সাথে তরবারি
বন্দুকের বিরুদ্ধে বন্দুক
কেউ হত্যা করে, কেউ নিহত হয়
কেউ কাউকে আঘাত করে
কেউ আহত হয়
কাকে বলবো আমি বিজয়ী
আর কে-ইবা বিজিত
হত্যাকারী? না-কি যে নিহত?
নিহত হলো যে-সে? নাকি যে হত্যা করলো?
জীবনের এই কুরুক্ষেত্রে?

CamScanner

প্রকৃত স্বরূপ

মূল কবিতা : অশেংবা শক্তম

একদিন তুমি যা-যা দিয়েছিলে আমাকে
আজ তার সবই নিয়ে গেছো একে-একে
তারপর কাছে এসে দাঁড়িয়েছো তুমি
আমাকে প্রকৃত স্বরূপ চেনাবে বলে।
আমার সেদিনের লাল টকটকে শরীর
সুন্দর কোমল মুখশ্রী
পরিচ্ছন্ন শুভ্র দন্তরাজি
টলটলে আঁখিপল্লব
ঘন-কৃষ্ণ কুন্তলরাশি
চিকচিকে লাবণ্যমাখা দেহসৌষ্ঠব
দীর্ঘ সুঠাম দেহের অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য
একদিন যা ছিল অনেকের ঈর্ষার বিষয়
আজ তার সবই হারিয়েছি আমি
রয়ে গেছে শুধু ভৌতিক কঙ্কালখানি
বিদায়ের মুহূর্তে এসে জেনে গেছি আজ
জীবনের প্রকৃত স্বরূপ
প্রকৃত স্বরূপ এ-জীবনের।

CamScanner

সুবাসটুকু রয়ে গেছে

মূল কবিতা : লৈনমদুদি লৈহৌরি

আঁচল ভরা ছিল বকুল ফুলে
একটি একটি করে তুলেছিলাম ধীরে ধীরে
স্রোতস্বিনীর সেই সে-তীরে।
স্বপ্নের ভেতর সাজিয়েছিলাম হৃদয়ের আশা
বেঁধেছিলাম ওড়নার কোণে
সেদিন সূর্যোদয়ের মাহেন্দ্র ক্ষণে।
স্রোতস্বিনীর তীর কথা বলে ওঠে
বাঙ্ময় হয়ে ওঠে বহমান স্রোতও
বৃক্ষ-লতা-সবুজ ঘাস
আমাকে যে-ই দেখে
কথা বলে ওঠে সে-ই,
অস্থির আবেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে মন-প্রাণ
হৃদয় ছুটে চলে প্রত্যাশিত পথপানে
আঁচলে জড়ানো বকুল ফুল
সবগুলো ছড়িয়ে দিই এখানে-ওখানে
ভুলে যাই সব দুঃখ-কষ্ট, সুবাসে বিমোহিত হয়ে
নেচে গেয়ে খেলি একাকী।
ফুলের সুবাস মাখা ওড়না বিছিয়ে রাখি
এক-এক করে নিয়ে গাঁথি মালা তার
পরিয়ে দিই গলায়-হাতে-বাহুতে
ছড়িয়ে দিই সারাটা শরীরে আমার।
সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লে সবুজ ঘাসের ওপর
গড়াগড়ি দিই সে ফুলের বিছানায়,
শরীর-মন ভেসে ভেসে যায়
ফুলের সুবাস মেখে
স্বর্গ এসে সেখানে দাঁড়ায়
স্বপ্নের আকাশে উড়ে বেড়ায় আমার হৃদয়।
কিন্তু—
আজ যখন অস্তায়মান সূর্য ঘনিয়ে আসে
পশ্চিম দিগন্তের পানে
দেখি প্রাণের বকুল ফুল সব মলিন হয়ে গেছে
শুকিয়ে গেছে হৃদয় আকুল করা আনন্দের সে-স্রোতও।

CamScanner

নদীর সে তটে যাই আগের মতো
দেখি কোথাও ছায়া নেই, নেই সবুজ ঘাস
কেবলি মানবিক বর্জ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠা
সেই নদীতট এখন পাপে তাপে ভরা
একটি স্থানে পরিণত আজ।
আমার প্রিয় সে বকুল গাছ—শাখা প্রশাখা তার নেতিয়ে গেছে
নীচে ঘাসের উপর ছড়ানো নেই সুবাসিত ফুলের সম্ভার
আগের মতো নেই গাছের বাহার
ডালপালা ভেঙে গেছে অনেক;
পত্র-পুষ্পহীন দাঁড়িয়ে আছে কেবল
এক ভৌতিক আবহ ছড়িয়ে
আঁচল বিছিয়ে দিই বৃক্ষছায়ায়, কিন্তু ব্যর্থ সব
হৃদয় ভঙ্গের বেদনা নিয়ে
ফিরে আসি একাকী।
কিন্তু তারপরও
আমার ওড়নায়-শরীরে
এখনও লেগে আছে বকুল সুবাস,
ফুলের সে শুভ্র সৌন্দর্যও
গেঁথে আছে স্মৃতির ক্যানভাসে—
অমর-অক্ষয় হয়ে যাওয়া ফুলের সৌন্দর্যটুকু
হৃদয়ে ধারণ করে এ-জীবন কাটিয়ে দেবো
সূর্য অস্তাচলে গিয়ে অন্ধকার তার কালো চাদর বিছিয়ে দিলে
ফুলের সুবাস লেগে থাকা সে ওড়নায় জড়িয়ে
ফিরে যেতে চাই আপন আলয়ে,
শুকিয়ে যাওয়া বকুল ফুল
আবার কখন ফুটে উঠবে শাখায় শাখায়—তারই অপেক্ষায়।

CamScanner

উদ্বেগ

মূল কবিতা : মিপাইজরে

ছেঁড়া কাপড়ে বাঁধা মণির মতো
ঝিনুকের ভেতরে থাকা মুক্তোর মতো
বিশ্বাসের অন্তর্গত চেতনার গভীরে
লুকিয়ে রেখেছিলে একান্তে
তোমার প্রিয় সন্তান-সন্ততিদের।
হৃদয়ের কথা যে যায় না বলা
প্রকাশ করা যায় না প্রাণের বাণী
আবার একাকী গোপনে থাকাও সম্ভব নয়
তেমনি সম্ভব নয় প্রকাশ্য ক্রন্দনও
এক দুঃখের সাগরে তাই আমি নিমজ্জিত এখন।
বিশ্বাসের সোনালী সুতোয় গাঁথা
ঐক্যের এই যে ফুলের মালা
তা-কি খণ্ড খণ্ড হয়ে ছিঁড়ে
ইতঃস্তত ছড়িয়ে পড়বে নাকি
এই ভয়ে সতত শঙ্কিত আমি।
হে নিরাকার প্রভু!
আমাকে এমন শক্তি দাও
যেন অবিচ্ছিন্ন রাখতে পারি এই ঐক্যসূত্র।
ঐক্যের সেই গ্রন্থিতে ভর করে
সারাটা পৃথিবী জুড়ে
ছড়িয়ে পড়ুক প্রিয় পুষ্পের সৌরভ,
যেন এ-জীবন হয়ে ওঠে অর্থময়।

CamScanner

মানুষ কি বলা যাবে

মূল কবিতা : মী কৌথিদ্রা

জীবনের একদিকে
সীমাহীন সমুদ্র
তটভূমিতে আগুনের লেলিহান শিখা,
আর একদিকে
ঝড়ের তাণ্ডব
বজ্র-বিদ্যুৎসহ
অঝোর বর্ষণ,
অন্যদিকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা
হত্যায়, নিপীড়ন-নির্যাতনে
এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দুও না ফেলা
বীভৎস রক্তবর্ণ আঁখি!
মৃত্যু চাই না বলে বেঁচে থাকার জন্যে পালাতে যাই
কিন্তু কোথাও পালাবার পথ নেই
চোখের সামনেই বদলে যায় দৃশ্যপট
সমস্ত শরীর এখন ক্ষতবিক্ষত
পা নাড়াতে পারি না, হাতও
কোনো কিছুই আর আগের মতো নেই।
ইচ্ছে হয় কাঁচা মাংস ভক্ষণ করি—
হাড়-মাংস চিবুতে চিবুতে
দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ুক রক্তের ধারা;
ইচ্ছে জাগে গর্জে উঠি প্রচণ্ড শব্দে
হাতের-পায়ের নখ বেড়ে যায় ও তীক্ষ্ণ হতে থাকে
একাকী কখনও ভাবি 'আমি কি আমি আছি'
আমি কি আর মানুষ থাকবো
আমাকে কি এখন মানুষ বলা যাবে
মানুষ বলা যাবে কি আমাকে?
আমাকে কি আর মানুষ বলা যাবে?

CamScanner

আমরা সবাই ভাই-বোন

মূল কবিতা : ঐখোয় ঈচীল ঈনাওনি

হে প্রিয় মা আমার
শান্ত সৌম্য হে মা
তুমি তো সন্তান বৎসল
লালন পালন করো তাদের পরম আদরে।
মনে পড়ে সেদিনের কথা
তোমার পুত্র-কন্যারা দলে দলে
তোমার কোলে জন্ম নিয়েছে
বেড়ে উঠেছে তোমারই স্নেহছায়ায়
এদেশের আলো ও বাতাসে
এদেশের মাটির জারিত রসে
ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা
সমতলবাসী-পাহাড়ি নির্বিশেষে
তোমার সন্তানেরা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে
একতার মন্ত্রে বেঁচে থেকেছে
অথচ আজ—
আমার প্রিয় মাতৃভূমিতে
আগুনের হোলি খেলা
তোমার প্রিয় সন্তানেরা সব
কুচক্রীদের ফাঁদে পা দিয়েছে,
এসো ভাইবোন সব
আজ আমরা এক হয়ে যাই
সমতলবাসী-পাহাড়ি সবাই
মাতৃভূমির সন্তান আমরা
সমতলবাসী-পাহাড়ি এক
একই মায়ের সন্তান আমরা
উচ্চৈঃস্বরে বলি
মীতৈ কে
নাগা-ইবা কে
কে কুকি
মরিং, কোয়রেং কে
পাইতে, গাংতে
মার, মরাম, আইমোল, মোয়োন

CamScanner

কে-ইবা সিমতে, সালতে, কোম, পুরুম
অনাল, তাংখুল, মোঙ্গাং, লমগাং।
কে থাদৌ, জৌ, কাঁচানাগা, সিমা
মাও, কোইরাও
কবুই কে, কে মিজো, ওয়াইফে,
বালতে, চোথে, অঙ্গামী, চীরু,
আমরা সবাই এক
একই মায়ের সন্তান
কিছু নষ্ট সন্তানের জন্যে
আজ মায়ের এই অবস্থা।
কার জীবন নেয়ার জন্যে
উর্ধ্বে তুলেছো তরবারি
ফেলে দাও ভাই
কার বুকের রক্ত নেবে বলে
ধারালো বর্শা হাতে নিয়েছো
ছুড়ে ফেলে দাও প্রিয় ভাইটি আমার।
তোমরা কি জানো না
মায়ের এ-কোমল বুকে
সন্তানের রক্ত ঝরতে পারে না?
সবাইতো একই মায়ের সন্তান
এসো আজ সব মিলে মিশে থাকি
সত্য ও ন্যায়ের পথে
একতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে
মায়ের হৃদয় পূর্ণ করি
সম্মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করি একতার শক্তি
উচ্চকণ্ঠে সবে গাই আজ
শান্তির ললিত বাণী
সমতলবাসী-পাহাড়ি সবাই এক
একই মায়ের সন্তান আমরা
আমরা সবাই ভাই-বোন
একথা ভুলবো না কোনোদিন
আমরা সবাই ভাই-বোন
একথা কোনোদিন ভুলবো না আমরা।

CamScanner

চাইবো না অন্য কিছু

মূল কবিতা : নিজবোই অতোপ্পা অমা

ঝরে যাবো নিজেও, তবু উৎকণ্ঠিত আমি
অন্য যারা ঝরে যাবে তাদের জন্যে।
একদিন মরে যাবো আমিও, তবু কাঁদি
অন্য যারা মরে যাবে তাদের জন্যে।
বিরহের সাগরে ভাসতে ভাসতে
মিলনের কথা ভাবা এই আমিই
বেদনার্ত হই অন্যের বিরহব্যথায়।
দুঃখের অন্ধকার রাত্রি জেগে
আনন্দের প্রত্যাশা করা আমিই
অন্যের দুঃখ দেখে কাতর হই।
হে অদৃশ্য প্রভু,
তোমার কাছে নিজের জন্য কিছুই চাইবো না,
চাইবো না ধন-রত্ন-ঐশ্বর্য
সম্মান কিংবা শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব
চাইবো না কিছুই নিজের জন্যে।
নিজের দায়িত্বপালনে যেন নিষ্ঠাবান হই
কর্তব্যবোধে যেন একাগ্রচিত্ত হই
এইটুকু আশীর্বাদ শুধু তুমি দিও.
এ-অভাজনের জন্যে এইটুকু প্রার্থনা,
এছাড়া আমি চাইবো না অন্য কিছু।

CamScanner

বকুল ফুল দেখে

মূল কবিতা : উরুবদা বোকুল মপাল

রক্তসাগরে ভাসমান
মৃতদেহ দেখেও
গড়িয়ে পড়ে না অশ্রু দুচোখ থেকে,
হত্যা-খুন-রাহাজানিতেও
জাগে না অশ্রুর জোয়ার।
অথচ একটি বকুল ফুল দেখে
কেন আজ গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু
বলো এই অশ্রু কেন
কেন?
এ-কী আমার অতীত জীবনের
কোনো ব্যর্থতার হাহাকার?
প্রার্থিত গন্তব্যে পৌঁছতে না পারার বেদনায়
ব্যথিত হৃদয়ের ক্রন্দন?
একসময়—
ভোরের আকাশকে দেখে
কী প্রফুল্ল হতো এ-হৃদয়!
অথচ আজ
কেবলি কান্না পায় কেন?
অস্তায়মান সূর্য যখন লুকিয়ে পড়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে
তখন হৃদয়ে কেন বেদনা জাগে?
হাসতে চাই আমি, কিন্তু পারি না,
চোখের পাপড়ি বেয়ে
গড়িয়ে পড়া অশ্রুর প্লাবনে
ভেসে যায় আমার মুখাবয়ব;
কিন্তু বকুল ফুলকে দেখে
কেন এ-হৃদয়ে জাগে
এক অস্ফুট বেদনার বেগ?
প্রশ্ন—
এ জীবন আসলে অনেক প্রশ্নেরই সমাহার
কিন্তু উত্তর তার পাইনি আজো
পাইনি উত্তর কোনো।

CamScanner

পুড়ে ছাই হয়ে যাক

মূল কবিতা : চাকথেকহল্লগে

বিকেল গড়িয়ে এলে
দীর্ঘ ছায়া
পিছু নেয় আমার,
সূর্য যতোই পশ্চিমে হেলে পড়ে
ছায়া আমার দীর্ঘতর হয়ে ওঠে।
এই ছায়া দেখে
হৃদয়ে উৎকণ্ঠা জাগে
জীবনের স্রোত ভেঙে
ছুটে যাই উজানে,
দেখি সব তীর তার ভেঙে গেছে
সামান্য পা রাখার জায়গাও নেই
হারিয়ে গেছে আগের পদচিহ্ন।
একসময় কতো উঁচুতে উঠেছি
প্রত্যাশার পেছনে ছুটেছি
কিন্তু এখন সে শক্তিও নেই।
অতীত ও বর্তমানের প্রান্তরেখায় দাঁড়িয়ে
স্তব্ধ বিস্ময়ে
নিজেই নিজের দিকে তাকিয়ে থাকি।
হে জীবন! কী বিচিত্র তুমি
বিচিত্র তোমার মায়াবী বিস্তার
তুমি ছায়াকে বানাও বিষাদিত অন্ধকার
অতীত জীবনকে ঈর্ষাকাতর করো।
আর তুমি নিজে
আমাকে নিয়ে
ইচ্ছেমতো খেলা করো।
সমস্ত কিছুই মায়ার খেলা জানি
তবু ফেলে আসা জীবনের তটভূমি থেকে
হৃদয় হরণ করা ফুলের সুবাসটুকু পেতে চাই।
আমাকে তাই নিয়ে চলো সূর্যালোকে
বিষাদিত অন্ধকারের ছায়া পেরিয়ে
পুড়িয়ে দিই সমস্ত কিছু
সূর্যের সে প্রখর উত্তাপে;

CamScanner

বিশ্বাস, প্রেম, ভালোবাসা,
কামনা-বাসনা-ঈর্ষা
আমার সমস্ত বোকামি
শুধু নিজের জন্য ভাবার সংকীর্ণতা
মায়ার প্রভাবে জন্ম নেয়া সকল চাওয়া পাওয়া
সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাক
কামনা-বাসনার মায়াজালে জড়িয়ে যাবার আগে
পাপের সমুদ্রে ডুবে যাবার আগে
পুড়ে গিয়ে সবকিছু ছাই হয়ে যাক
সব কিছু পুড়ে যাক।

CamScanner

তুমিই আমার বিধাতা

মূল কবিতা : নঙদি ঐগী বিধাতানি

শত্রুর রূপ ধরে
আমাকে অপমানে জর্জরিত করেছো
হৃদয়ে দাগা দিয়েছো
বারবার ছুড়ে মেরেছো বেদনার বহ্নিতে
কষ্টে কষ্টে কেটে গেছে আমার জীবন।
তবে তোমার দেয়া এই অগ্নিতে পুড়ে পুড়ে
অমি পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছি,
আমাকে দিয়েছে তা
এক নতুন জীবনের পথ।
এতোদিন জানা ছিল না আমার
'দুঃখের পরেই সুখ আসে
আসে আনন্দ আর সাফল্যের সম্মান'
তুমিই আমাকে সেটা শিখিয়ে দিয়েছো।
আর এটাও জানিয়েছো তুমি
প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলেই
জেগে ওঠে অন্তর্গত শক্তি ও সাহস।
এই কথাটিও তুমিই জানিয়েছো
'সত্যের জয় অনিবার্য'।
তাইতো আমার ভেতরে জেগেছে কবিতা
এক স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে
তোমার দেয়া দুঃখ-বেদনাই
হয়েছে আমার প্রেরণার অফুরন্ত উৎস।
তাই অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা তোমাকে
আমার অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে।
যদিও হাতে কোনো অস্ত্র নেই আমার
তবু নির্ভয় আমি।
কারণ, এখন আমি জীবনের অর্থ জানি
আর নিজের উপর আছে প্রচণ্ড বিশ্বাস।
আমার জীবনে এই ইতিবাচক পরিবর্তন এনে দেয়ার জন্যে
একদিন শত্রুরূপে আবির্ভূত
তোমাকে অভিবাদন, হে বন্ধু আমার।
আমার অন্তর্গত সত্তার গভীরে ঘুমিয়ে থাকা
আমার আত্মশক্তিকে জাগিয়ে দেয়া
তুমিই আমার বিধাতা।

যাও প্রিয় সন্তানেরা

মূল কবিতা : চৎলো পারিসা

মাতৃভূমির প্রিয় সন্তানেরা, যাও,
অপ্রাপ্তির বেদনা নিয়ে
ফিরে যাও আপন আলয়ে।
সৈন্য-সামন্ত দেখো বেরিয়েছে
সূর্যের আলো ক্রমশ ম্লান হচ্ছে
অন্ধকার তার ছায়া মেলে দিচ্ছে।
ধর্ম এখন অন্ধ
আইন সে-তো বধির
কোনো লাভ নেই কাউকে কিছু বলে।
এ-কাজ সুন্দরের জন্য
আর চিরন্তন সত্যের পথে
এ-বিচারই বা এখন করবে কে?
তোমরা যারা চলে গিয়েছো
ভালোই আছো দুঃখ-বেদনা ছাড়া
দুর্ভাগ্যতো আমাদের—যারা এখনো আছি।
তোমাদের আত্মার ক্রন্দনধ্বনি
কে শুনবে বলো
সবই যে ব্যর্থতায় ভরা।
সূর্য যখন অস্তায়মান
সময় যখন পেরিয়ে যাবে
তখন কোথায় খুঁজবে তুমি 'সত্য'কে?
তারপরও সত্যকেই খুঁজে নিতে হবে
বিদায় জানাতে হবে মিথ্যাকে
সেই চিরকালীন নিয়মে।
যাও মাতৃভূমির সাহসী সন্তানেরা
প্রকৃত সত্যকে খুঁজে বের করো
এই পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনো জগতে।

CamScanner

গাই শান্তির গান

মূল কবিতা : শান্তিগী ঈশে শকচগে

হে অদৃশ্য!
তুমিইতো বলেছিলে
'দুঃখের পরে সুখ আসে
সুখের পর দুঃখ
এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা তারা,
দুঃখের মধ্যেও সুখের অংশ আছে
সুখের মধ্যে যেমন দুঃখের ছায়া
মানুষের অন্তহীন জীবনপ্রবাহে
চিরকাল লুকোচুরি খেলে
এই সুখ ও দুঃখ।'
আর এভাবেই
চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র
ফুল-ভ্রমর-বৃক্ষরাজি
নদী, সমুদ্র ও স্রোতস্বিনী
চলমান প্রতিটি জীব ও জন্তু
সবাই যুক্ত আছে এই লুকোচুরি খেলায়
কেউ গুপ্ত হয়ে আছে কেউবা প্রকাশিত
কেউ প্রকাশিত আবার কেউবা গুপ্ত।
সমস্ত জীবের
স্রষ্টা তুমি হে অদৃশ্য প্রভু
তুমিই অলক্ষে থেকে
চালিত করছো এই অনন্ত খেলা।
যার যা কর্মফল
সবাই তা ভোগ করে
তুমি আমি সবাই
একই নিয়মে।
কিন্তু হে প্রভু!
সমস্ত সুন্দরের চেয়েও সুন্দর
সমস্ত প্রিয়ের চেয়েও হে প্রিয়।
তোমার
সত্যকে বাঁচিয়ে রাখা
আর অসত্যকে ধ্বংস করার

শক্তিটুকুরই শুধু প্রকাশ ঘটাও
যাতে শান্তি নির্বিঘ্ন থাকে
এই পৃথিবীতে।

সৃষ্টি, পালন,
ধ্বংস-বিনাশ
ঘুরে ফিরে
সবইতো তোমার শক্তির প্রকাশ,
ধ্বংস যা হওয়ার হয়েছে
যাদের মারা যাওয়ার তারা মরে গেছে
আর কতো পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে।

তাই—
বসন্ত বাতাসে যেমন
পৃথিবী উদ্বেলিত হয়
তেমনি তোমার অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায়
আমাদের সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দূর করে দাও
জগতের সকল জীবের হৃদয়ে
বর্ষণ করো শান্তির সুশীতল বারি।
ভালোবাসার উত্তরীয়ে জড়ানো
সকল বিভেদ ও বৈষম্যমুক্ত
স্বর্গের চেয়েও শান্তিময়
এক অনন্য বাসস্থান করে দাও
আমাদের প্রিয় এ পৃথিবীকে।
মরুভূমির মতো শুকিয়ে যাওয়া এ বিশ্বে
তুমি দাও শীতল বর্ষণ,
অন্তত একবার প্রাণ ভরে আমি
শান্তির গান গাই
একবার অন্তত প্রিয়তম সুরে
গাই শান্তির গান।

CamScanner

সূর্য অস্ত যাচ্ছে

মূল কবিতা : নুমিৎ তাশিল্লক্লে

কে তুমি আমাকে ডাকো
এক অদৃশ্য অন্ধকার থেকে—
হে অচেনা, একবার এসো কাছে
দাঁড়াও সম্মুখে
কী কথা তোমার বলো আমাকে।
হে অদৃশ্য, নামও জানি না তোমার
ঠিকানাইবা কী—কোথায় তুমি কিছুই জানি না।
সূর্য যখন ক্রমশ হেলে পড়ছে পশ্চিম দিগন্তে
তখনই তোমার কণ্ঠস্বর শুনি
তখনই তুমি নাম ধরে ডাকো আমাকে।
অথচ আমার নতুন করে বোধোদয় হচ্ছে এখনই
এখনই কেবল বুঝতে পারছি আমি
সূর্য অস্ত যাচ্ছে
অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।
আর এই অন্ধকার ঘনিয়ে আসায়
কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো না বলে
শঙ্কিত আমি, খুবই শঙ্কিত।
দিনের শুরুতে যা হারিয়েছি আমি অবহেলায়
সূর্যাস্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখন
আফসোস হচ্ছে তার জন্যে।
সামনে জমে আছে কর্তব্যের পাহাড়
কী করবো, দম বন্ধ হয়ে আসছে
সূর্য ক্রমশ অস্ত যাচ্ছে
এখনি আসবে ঘরে ফেরার তাগিদ
এখনি ফিরে যেতে হবে নিজের ঘরে
কারণ, সূর্য ক্রমশ অস্ত যাচ্ছে।

CamScanner

মায়ের আঙুলগুলো

মূল কবিতা : ইমাগী খুৎসাশিংদো

নানা কাজের ভারে ক্ষতবিক্ষত
গায়ে কাঁটা দেয়া আমার মায়ের আঙুলগুলো
সস্নেহে সে বুলিয়ে দিতো আমার মুখে-পিঠে
মনে পড়ে আজ; ইচ্ছে হয় আজও দিক
যখন ক্লান্ত আমি, নিরুপায় অবসন্ন।
বহির্প্রাঙ্গণে বসে
সন্তান-সন্ততিদেরে
নানা উপদেশ পরামর্শ দিতো,
সামনে হেঁটে যেতে ভয় লাগতো আমাদের
সেইসব পিতা-পিতামহদের দেখতে ইচ্ছে করে আজ,
ইচ্ছে করে আবার পেতে তাদের সেই সুপরামর্শগুলো।
ছেঁড়া ফানেক* পরিহিত মায়ের
অথবা তালি দেয়া ফৈজোম* পরা পিতার
সার্বক্ষণিক দেয়া উপদেশরাজি
জীবনের এই ক্রান্তিকালে এসে
কেন জানি না শুধু বারবার মনে পড়ে।
সহস্র মায়ের শত সহস্র হাতে
অনন্য ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে
তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকে
সহস্র সহস্র লিম্বোইঙম্বী*
আলোকিত সহস্র নারী
সৃষ্টিশীল চেতনার কতো কতোজন
জন্ম দিয়েছে এই দেশ
ছড়িয়ে দিয়েছে খ্যাতির আলোকরশ্মি।
সেই খ্যাতির আলোয় দীপ্ত
ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল
এই দেশ তাই 'স্বর্গের মতো সুন্দর' হয়েছে।
আজ একুশ শতকের সূচনা-সময়ে
ভালো-মন্দের ব্যবধান না জেনে
উন্মত্তের মতো কেবল প্রাপ্তির প্রত্যাশায়
এদিক-ওদিক ছুটতে থাকা সন্তানদের দেখে
তারা যে

কামদেবকে পরাভূত করা
মেনকা, রম্ভা, উর্বশীর মতো
সুন্দরী-সর্বগুণান্বিতা মায়েদের সন্তান
অথবা তাদের সস্নেহ পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা
তার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

আজ, সেকারণেই কি
জীবনের এই ক্রান্তিকালে
বারবার মনে পড়ছে মায়ের কথা
মনে পড়ছে আমার মায়ের ক্ষতবিক্ষত আঙুলের আদর
রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে
আমার মুখে-পিঠে-সারা গায়ে
সস্নেহে বুলিয়ে দেয়া মায়ের ক্ষতবিক্ষত আঙুলগুলো।

নোট

* **ফানেক**—মণিপুরী মেয়েদের পরনের কাপড়;
* **ফৈজোম**—মণিপুরী পুরুষদের পরনের ধুতি জাতীয় কাপড়;
* **লিম্থোইঙ্খী**—মণিপুরী ইতিহাসের এক সাহসী রাণী।

CamScanner

অরোইবা ওয়াহং ২০০১

শেষ প্রশ্ন

CamScanner

আমি মা

মূল কবিতা : মমানি ঐ

রাত্রি যতো গভীর হোক
জেগে থাকবো আমি নিদ্রাহীন
আমার সন্তানের জন্যে।
নির্ঘুম বলে কোনো কষ্ট নেই
অনাহারে থাকার ভয় নেই
কারণ, মা যে আমি, মা।
লোকে উপহাস করে করুক
ছিদ্র খুঁজে বেড়াক ছিদ্রান্বেষীরা
আমি তো জেগে আছি সন্তানের জন্যে।
এক মুহূর্তও বিশ্রাম নয়
ধৈর্য হারাই না মোটেও
কারণ, মা যে আমি, মা।
খাওয়া নেই, ঘুম নেই
সারাক্ষণ কাজ, বিশ্রাম নেই
তবু কোনো দ্বিধা নেই কাজে
বরং ঝাঁপিয়ে পড়ি নতুন উৎসাহে
নিজের দায়িত্ব পালনে,
কারণ, মা যে আমি, মা
সন্তানের জন্য বেঁচে থাকা মা।

CamScanner

সত্য

মূল কবিতা : অচুম্বা

যা দেখি সব কিন্তু সত্য নয়
সাদাগুলো সব সাদা নয়
কালো নয় কালোগুলোও।
দূরে দৃশ্যমান অসীম শূন্যতা
মনে হয় এক বিশাল নীলের বিস্তার,
দূরের পাহাড়কে দেখে মনে হয় রেশমী রুমাল
কঠিন পাথর আর কাঁটাকেও মনে হয় নরম-মসৃণ।
মানুষের চেহারা-সুরতই কেবল সত্য নয়
কথাগুলোই জীবনের প্রকৃত প্রকাশ নয়
সাদাকে বদলে দেয়া যায় বিভিন্ন রঙে
বদলে দেয়া যায় কালো রঙকেও
কিন্তু সত্য যা তা সত্যই থাকে,
সত্যের যেমন শেষ বলে কিছু নেই
তেমনি নেই শুদ্ধতারও অন্যরূপ।
সত্যেরও নেই 'প্রকৃত সত্য' বলে কিছু।
কিন্তু সত্যিই কি এই পৃথিবীতে আছে
শুদ্ধতার প্রকৃত কোনো রূপ
আছে কি চিরন্তন কোনো প্রকৃত সত্য?
হে শুদ্ধতা, হে সত্যতা!
তোমরাও কি এখন হারিয়ে গেছো অসীম শূন্যতায়?
মুখ লুকিয়েছো অদৃশ্য অন্ধকারে?
তোমাদেরকে না পেয়েই
তোমাদের সন্ধান না জেনেই
আমাকে তাই চলে যেতে হচ্ছে আজ
ফিরে যেতে হচ্ছে আমাকে।

CamScanner

কী লাভ?

মূল কবিতা : করিবু কান্নরি?

হে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র!
এখনও কি ফিরিয়ে নিতে চাও না
তোমার আলোকে?
কষ্ট লাগে না তোমার হৃদয়ে, হিংসায়-যুদ্ধে,
অন্যায় আর পাপে ভরা এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে
তোমার আলো-কে?
খুঁজে নাও—তৈরি করো নতুন কোনো সৌরজগৎ
যেখানে তুমি দ্বিধাহীন প্রকাশ করতে পারো
তোমার আলো-কে?
সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে গেছে যে পৃথিবীতে
সেখানে কী লাভ অর্থহীন ছড়িয়ে দিয়ে
তোমার আলো-কে?
তোমার-আমার, স্বদেশ-বিদেশ—এমনি
অসংখ্য বিভাজনে ক্লিন্ন এখানে কেন জ্বালাবে তুমি
তোমার আলো-কে?
অখণ্ড পৃথিবী, একতার শক্তি
একই সূর্যালোকে স্নাত সমগ্র মানবতা
এই সব উপদেশবাণীতে কী লাভ এখন?
সমস্ত আলোর উৎস যে এক
একথা জেনেও যারা জানে না
দেখেও যারা দেখে না
কী লাভ তাদের উপর ছড়িয়ে দিয়ে
তোমার আলো-কে
কী লাভ বলো?

CamScanner

পার্থক্যটা কী

মূল কবিতা : খেন্নরিবসি করিনো

আজ চারিদিক মুখরিত
উঁচু দালান থেকে শুরু করে
জীর্ণ কুটির পর্যন্ত।
তুমি হেঁটে যাচ্ছো মাথা উঁচু করে
সশস্ত্র রক্ষীদের সতর্ক প্রহরায়।
আর আমি একা দাঁড়িয়ে আছি
আমার জীর্ণ কুটিরে
জীবনের অর্থ খুঁজে খুঁজে
আর মুগ্ধ বিস্ময়ে তোমার দিকে তাকিয়ে।
কতো শত লোক তোমার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত
কতো লোক তোমাকে পাবার জন্যে উন্মুখ
চারিদিকে সাজানো পতাকারাজি
দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষ
সারি সারি করজোরে কৃপাপ্রার্থী হয়ে।
তুমি কিন্তু কাউকে দেখো না
মাথা তুলে আছো আকাশের দিকে
কেমন উদ্ধত ভঙ্গিতে—
চোখে-মুখে তোমার সূর্যের উজ্জ্বল আভা।
অথচ তুমি কতোদিন ভালোবেসে পাশে থেকেছো
আঁচল ধরে টেনেছো আমায়
আমাকে নিয়ে বসে থেকেছো ঘাসের উপর একান্তে
কতো কিছুই না তুমি বলতে চেয়েছো আমাকে
আকারে-ইঙ্গিতে, সুমধুর বাচনিতে
পিছু নিয়েছো কতোদিন দূরে থেকে।
সেদিন কি আমি তোমার দিকে হাত বাড়াতাম
যদি জানতাম আজকের এই পরিবর্তনের রূপ!
আজ জেনে গেছি,
একজন যখন বড় হয়ে ওঠে, অন্যেরা ছোটো হয়ে যায়
একজন উজ্জ্বল হয়ে উঠলে অন্য সবাইকে ঢেকে দেয় ম্লানিমা।
গান গাইতে ইচ্ছে করে আমার, ইচ্ছে করে হৃদয় মেলে দিতে
কিন্তু পারি না। তোমার সম্মুখে সব সুর থেমে যায়
যদি শুরুও করি কোনো গান, শেষ করতে পারি না তা

ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারি না—হৃদয়ে জাগে কম্পন
একাকী প্রশ্ন করি—'এসব কীসের কারণে?'
জানতে চাই—এ পার্থক্যটা কীসের
একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষের?
কীসের এ পার্থক্য?
নিজের কাছে নিজেরই প্রশ্ন—পার্থক্যটা কীসের?

কান্না

মূল কবিতা : ঐদি কপ্পি

এ পৃথিবী কলাক্ষেত্র
মানুষের জীবন সেই কলারই প্রকাশ
সব কিছুই অদৃশ্য এখানে।
শিল্পচেতনার এই পৃথিবীতে
আমি তাই শুধু তোমাকেই দেখি।
ভোরের অপরূপ আলো
রাত্রির অন্ধকার মুখশ্রী
চাঁদের পেলব সৌন্দর্য
জ্যোৎস্নার শান্ত স্নিগ্ধতা
সমস্ত কিছুতেই আমি
শুধু তোমাকে দেখি।
আমাকে বাঁচিয়ে রাখো তুমি
মৃত্যুও তোমারই কারণে।
তোমারই জন্য বেঁচে আছে মানুষ
তোমার সৃষ্ট নানা আনন্দ উপকরণ নিয়ে।
জগতের সকল সৌন্দর্যের এই উপমারাজি
ইঙ্গিতে জানায় তাদের উপস্থিতি
ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের গভীরে।
তাই—
সুন্দরকে দেখে কাঁদি আমি
কাঁদি জীবনের রূপ দেখে
কারণ—
একদিন মানুষের মৃত্যু হবে
আর তারই সাথে ধ্বংস হবে
জীবনের এই কলাক্ষেত্রের,
তাতেই কি পরিতৃপ্ত হবে তুমি?
শেষাবধি ধ্বংসের জন্যেই কি এই পৃথিবীর সৃষ্টি?
কীসে তোমার পরিতৃপ্তি
কোথায় আনন্দ তোমার?

CamScanner

পর্দা সরায়ো না

মূল কবিতা : হাইগৎলুরনো পর্দ্দাদু

পর্দা সরায়ো না
সুন্দর সে পর্দা—
অন্তরালে কী ঘটছে সব জানি
কী কথাবার্তা হচ্ছে সবইতো শুনি
কিন্তু সে শক্তি নেই প্রকাশের।
আর কোনোদিন পারবোও না সে সাহস দেখাতে
কারণ, জীবন এখনও প্রিয়
চাই না এ-জীবন অকালে ঝরে যাক।
তাই,
সরায়ো না সে পর্দা।
বেঁচে থাকাইতো জীবনের লক্ষ্য
তাইতো আমি কাজ করে যাই
যতোদিন বেঁচে আছি
করে যাবো কর্তব্য আমার
করবো সত্যের সন্ধান।
অতএব,
সরায়ো না সে পর্দা।
প্রশ্ন করো না আমাকে
কী আছে পর্দার অন্তরালে?
কারণ, সে কথা প্রকাশযোগ্য নয়
হতে পারে তাতে আমার জীবনসংশয়ও।
তুমি মানুষ, আমিও
দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে আমাদের।
অতএব,
সরায়ো না সে পর্দা,
সরায়ো না আর।

CamScanner

প্রস্তুত হও

মূল কবিতা : শেমশারো

'মাথা' আছে বলেই
ঠিক পথে চলে তারা
সত্য-মিথ্যার ফারাক বোঝে।
'মাথা' আছে বলেই
উন্নয়নের পাহাড়ে চড়ে
ভালোমন্দ কাকে বলে জানে।
'মাথা' আছে বলেই
নতুন ভাবনা জাগায় তারা
সুন্দরের পথে চলে।
'মাথা'ওয়ালাদের জমানো পুঁজিই
ভেঙে ভেঙে আমরা চলি
আর এভাবেই নিজেদের বাঁচিয়ে রাখি।
আজ 'মাথা' নেই মানুষের
তাই ভালোমন্দ বোঝে না
জানে না সত্য-মিথ্যার ফারাক।
অতএব তৈরি হও যুদ্ধের জন্যে
হাজার হাজার 'মাথা'হীনদের সাথে
বেঁচে থাকার এ শেষ যুদ্ধের জন্যে
প্রস্তুত হও এখনি।

CamScanner

কোথায় আমার ঘর

মূল কবিতা : কদায়দনো নীংঙোল ইয়ুম্বো

যখন কিশোরী ছিলাম
কোমরে পেঁচিয়ে 'ফানেক'* পরতাম
আর কানে গুঁজে দিতাম ফুলের দুল
তখন পিতৃগৃহই ছিল আমার আশ্রয়;
পরে জানলাম, সে ছিল ভ্রান্তি আমার,
পিতৃগৃহতো আমার প্রকৃত গৃহ নয়।
জীবনের সড়কপথে
প্রিয়জনের হাত ধরে
বহু আকাঙ্ক্ষিত দোলায় চড়ে
একদিন যে গৃহে আশ্রয় নিলাম
স্বামীর সে গৃহকেই নিজের গৃহ মনে করে
মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে
একটু একটু করে সাজিয়ে তুললাম আমি।
কিন্তু একদিন স্বামী যখন পরপারে
তখন জানলাম, এসবের কিছুই আমার নয়,
এই ঘর-আশ্রয়—সবই সন্তানদের
আমি কেবলি এক আশ্রিতা এখানে।
জানলাম, আমার সমস্ত ভাবনা ভ্রান্ত ছিল।
আজ জীবনের প্রান্তসময়ে
এক-এক করে সব যখন হারিয়ে ফেলেছি
মৃত্যুর দূত এসে আমাকে নিয়ে চলেছে পরম আশ্রয়ে,
তখন আমার সন্তান-সন্ততি
আর পাড়া-প্রতিবেশী মিলে
শেষ ঠিকানা হিসেবে যে ছোট্ট ঘরটি বানিয়ে দিয়েছে
এটাই কী আমার নিজস্ব গৃহ?
তবে কি
আমার প্রকৃত গৃহের ঠিকানা না জেনেই
এভাবেই আমাকে ফিরে যেতে হবে?

নোট : * ফানেক—মণিপুরী মেয়েদের পরনের কাপড়।

CamScanner

সূচনা ও সমাপ্তি

মূল কবিতা : অহৌ' অরোই

যেখানে সমাপ্তিরেখা আমার
সেইখানে শুভ সূচনা তোমার।
কিন্তু আমার এই সমাপ্তির সুরেও
এক অন্যরকম সূচনাসঙ্গীতের রেশ
আবার তোমার এই যে সূচনা
সেখানেও আছে সমাপ্তির এক ছায়াপাত।
যেখানে সমাপ্তিরেখা আমার
সেইখানে শুভ সূচনা তোমার।
মিলনের আনন্দের সাথে
বিরহের বেদনা মিলে
চিরকাল লুকোচুরি খেলা
বারবার ঘুরে ফিরে চলে
সূচনা ও সমাপ্তির
অন্তহীন এই খেলা।
যেখানে সমাপ্তিরেখা আমার
সেইখানে শুভ সূচনা তোমার।
দুইটি রেখার মাঝখানে
খেলা চলে অবিরাম
একজন হয় যখন প্রভু
অন্যজন তখন তার দাস
এইভাবে বারেবারে ঘুরে ঘুরে
খেলা চলে অন্তহীন সে অঙ্গনে।
যেখানে সমাপ্তিরেখা আমার
সেইখানে শুভ সূচনা তোমার।

CamScanner

অন্ধকার পৃথিবী

মূল কবিতা : অমৃতা মালেম

একটু আগেও আলোকিত ছিলো
সমস্ত কিছুই দৃশ্যমান ছিলো সে আলোয়
আলোর ফোয়ারায়
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো সবকিছু কিছুক্ষণের জন্যে।
দিক নির্ধারণ করতে পারিনি
শুধু দুয়েক কথার গুঞ্জন
শোনা গেছে এদিক-ওদিক—
একটু হাসি একটু কান্না
তারপর হঠাৎ অন্ধকার—গাঢ় গভীর
দেখা যায় না আর পরস্পর পরস্পরকে।
ভেসে আসে এক অন্তর্ভেদী চিৎকার
'কে আছো বাঁচাও
আমরা-তো সবাই মানুষ।'
সেই কণ্ঠস্বর বিস্তৃত হতে থাকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে
আর তারই সাথে বিস্তৃত হতে থাকে
অন্ধকারের বিশাল যবনিকাও
অন্ধকার! অন্ধকার! অদৃশ্য অন্ধকার!
আরো বেড়ে যেতে থাকে অন্ধকারের সীমানা
সবকিছু ঢেকে দেওয়া অন্ধকার
অন্ধকারে ঢেকে যায় পৃথিবী
অন্ধকারে ঢেকে যায়...।

CamScanner

খোঞ্জেল'শীবু নঙগীরা? ১৯৮২

এ কণ্ঠস্বর কি তোমার?

CamScanner

বিদায় আজ

মূল কবিতা : কায়নরশি ঙসিদি

আর কবিতা লিখবো না
থেমে গেছে চেতনার স্রোত,
গান আর গাইবো না আমি
হারিয়ে গেছে যতো সুর,
নৃত্যের মুদ্রা আর নয়
কারণ কোনো তাল ছন্দ নেই আজ
আর কোনো ভাবনা নেই
কোথাও নেই আমার কোনো সঙ্গী-সাথী;
গড়িয়ে পড়া অশ্রু থেমে থাক
কেউতো নেই তা দেখার।
বসন্তের জ্যোৎস্নার দিকে তাকাবো না
পাছে পুরনো স্মৃতি ফিরে আসে,
কার্তিকের সোনারঙ ছড়ানো গাঁদাফুল
যাবো না তার কাছেও
যাতে ভুলে যেতে পারি পুরোনো অতীত,
বন্ধ করি এ-দুচোখ
যেন কোনো পরিবর্তনই দৃষ্টিতে না আসে।
কিন্তু আমি পারি না—
বাইরের দৃষ্টি বন্ধ করলেও
আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে
অন্তরের দৃষ্টি আমার।
স্মৃতির পাখিগুলো এসে
বারবার ঠুকরে ফিরে
আমার হৃদয়ে ও মনে;
আমি তাই
দৃশ্যমান এ-পৃথিবী থেকে
বিদায় নিতে চাই
চলে যেতে চাই
এমন এক জায়গায়
যেখানে কার্তিকের জ্যোৎস্না পৌঁছবে না
বসন্ত ঋতু মেলে দেবে না তার ছায়া
আমাকে কষ্ট দেবে না কোনো স্মৃতি।
বিদায় হে পৃথিবী!
বিদায় আজ
বিদায়!!

পরাজিত পথিক আমি

মূল কবিতা : মায়থীরবা লান্মীনি ঐ

আমি এক পরাজিত পথিক
জীবনের এই রণক্ষেত্রে
আঘাতে আঘাতে জর্জরিত আমার শরীর;
ক্ষতচিহ্ন, শুধুই ক্ষতচিহ্ন
সমস্ত শরীরে, মৃত্তিকাময় এ দেহে।
মায়াবী বেদনানাশকের প্রভাবে যখন বিবশ হয় শরীর
তখন মনে হয় কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই,
হাসি, নাচি, বিজয়ী ভাবি নিজেকে
নিজের আলোতে নিজেকে আলোকিত করি
কণ্ঠের মাধুর্যে কল্লোলিত করি চারিদিক;
কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র,
কারণ, পরক্ষণেই ছুটে যায় মায়ার প্রভাব
জেগে ওঠে অসহনীয় বেদনার ভার।
অসহ্য এ-বেদনা,
আসলেই
এ-বেদনা যে অসহনীয়।

CamScanner

কবে যেতে হবে

মূল কবিতা : কৈদৌঙৈনো চৎকদবা

কবে যেতে হবে এই জায়গা ছেড়ে
কল্পনারও অতীত অন্য কোনো স্থানে,
একদিন ছোট্ট যে বীজ থেকে জন্ম নিয়েছিলো চারা
আজ তা মহীরুহ—
ছোট্ট কুঁড়ি আজ প্রস্ফুটিত কুসুম
ফুটন্ত ফুল ঝরে গেছে ধুলায়,
সময়েরই অনিবার্যতায়
পরিবর্তনের এই রূপ;
তুমি-আমি-সে—সবাইকেই একদিন
চলে যেতে হবে সেখানে
যতোই বাধা-বিপত্তি আসুক
একান্ত অনিচ্ছায়-অসম্মতিতেও
একদিন ঠিকই ছেড়ে যেতে হবে এ-স্থান।
দৃষ্টির সামনে নৃত্যরত জীবনের অভিলাষ
তারই প্রভাবে সতত উদ্বেল হৃদয়,
এই সবকিছু ছেড়ে যে চলে যাবো
তাতে হৃদয়ে কি জাগবে না কোনো বেদনার ক্রন্দন?
দেখো, চন্দ্র-সূর্য হাসে
অসীম সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার অন্তহীন খেলায়
ভাবে,
আমাদেরও এক অবিচ্ছেদ্য প্রভাব আছে এখানে
প্রভাব আছে আমাদের।
হে কাল নিরবধি!
তুমি অপেক্ষায় আছো
মূল্যবান কিছু মুহূর্তের,
তুমি তো চিরন্তন
তোমার তাই হারানোর কোনো বেদনাও নেই।
আজ আমি যখন পরাজিত জীবনের কাছে
তুমি তাকিয়ে আছো মুচকি হেসে
আকাশের অনন্ত নক্ষত্রের মতো
অসীম মহাশূন্যে সাঁতার কাটতে কাটতে।
কিন্তু হে সময়!
একটি প্রশ্নের উত্তর অন্তত তুমি দিয়ে যাও,
এই স্থান ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে, কিন্তু কবে?
বলো, কবে যেতে হবে আমাকে?

শেষ হয়ে গেছে

মূল কবিতা : লোইখরে

হারিয়ে গেছে গানের সুর
হারিয়েছে কবিতার ছন্দ
দূরে সরে গেছে সব আজ।

নতুন ঋতুর আগমনে
উচ্ছল হয়ে ওঠা জীবনে
হাসি-আনন্দে মাতোয়ারা সব,
সে হাসি আজ অপসৃত।

বসন্তের বৃক্ষলতার গায়ে
নতুন কুঁড়ির সহর্ষ উদ্ভাস
আজ তার সব শুষ্কপ্রায়।

ফুলের পাপড়িতে বসে
ভ্রমরের মধু আহরণ দেখে
হৃদয় উতল হওয়া সে-সময়
এখন আর অবশিষ্ট নেই।

ঋতুর বর্ণবিভা আজ নেই
নেই কোথাও নৃত্যের মুদ্রা
থেমে গেছে মৃদঙ্গের ধ্বনি।

প্রতিদিনকার যাপিত জীবনের
দুঃখ-কষ্টকে উপেক্ষা করে
হাসি-আনন্দে কাটানো জীবন
আজ আর কোথাও নেই।

কোকিলের সুমধুর সুরধ্বনি
দোয়েলের গান সব হারিয়ে গেছে
নেই নবজীবনের উচ্ছ্বাস।

অনেক সময় নিয়ে গড়ে তোলা
আমার স্বপ্নসৌধ ভেঙে গেছে
কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছার আনন্দ
পথের মাঝেই হারিয়ে গেছে।

CamScanner

উড়িয়ে দিয়ো না

মূল কবিতা : হুমদোকপিনু

ফুল, তবে কুঁড়ি সে
সমস্ত সৌন্দর্য গোপনে লুকিয়ে রাখা
যখন সে মেলে দেবে পাপড়ি তার
বাতাস ছড়িয়ে দেবে তার সুগন্ধ
অসংখ্য ভ্রমর উতলা হবে তাতে
ফুল, তবে কুঁড়ি সে।

যৌবনের পুষ্পরেণু মাখা
অসংখ্য যুবক-যুবতীর
হৃদয়ে দোলা লাগানো
প্রাণে শিহরণ জাগানো
ভবিষ্যতের আশা জাগানিয়া
ফুল, তবে কুঁড়ি সে।

উড়িয়ে দিয়ো না হে বাতাস!
কেউ দেখে ফেলবে
তার হৃদয়ে জমে থাকা মিষ্টি মৌ
লুকিয়ে থাক তা পাপড়ির গভীরে
জেনে যাবে যে তা ভ্রমর
ফুল, তবে কুঁড়ি সে।

CamScanner

পদ্মপাতার পানি

মূল কবিতা : থম্মাথক্কী লাইজ

পড়ে যাবো, আমি পড়ে যাবো,
ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে
কে আছো আমাকে বাঁচাও
দয়া করে একটু বাঁচাও আমাকে
এই ছোট্ট পদ্মপাতার উপরে
বড়ো কষ্টে আছি আমি, বড়ো কষ্টে।
এই একটি মুহূর্ত মাত্র
মনে হয় আমি বেঁচে আছি—
হে চঞ্চল বাতাস
একটু স্থির হও, দোলা দিও না
অন্তত একটি মুহূর্ত আমাকে শান্তি দাও
নিরুদ্বেগে কাটাতে দাও
আমার জীবনের শেষ মুহূর্তটুকু।
তোমার-আমার-তার
সেসবের আমি কিছুই জানি না—কিছুই না
আনন্দ-বেদনার দৃশ্যাবলি দেখবো
সেসময় আমার নেই, নেই—
আমি শুধু
আমার নিজের অনিশ্চিত জীবনের কথা ভেবে ভেবে
বেঁচে আছি আজো কম্পিত হৃদয়ে।

CamScanner

এ কে শেরাম

জন্ম ১৯৫৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি (১৫ ফাল্গুন ১৩৫৯) হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন ১ নম্বর গাজিপুর ইউনিয়নের গোবরখোলা গ্রামে। পিতা নবকিশোর সিংহ ও মা থাম্বাল দেবী।

বাণিজ্য ও আইনে স্নাতক। একটি সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে নির্বাহী পদমর্যাদায় চাকরি করে অবসর নিয়েছেন।

তিনি বর্তমানে ৩৫/বি কলকাকলী, লালাদীঘির পূর্বপার, সিলেট ৩১০০-এ স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য এ কে শেরাম 'সোনামনি মেমোরিয়েল এওয়ার্ড' (সিলেট-১৯৯৪); 'শেকড়ের সন্ধানে এওয়ার্ড' (সিলেট-১৯৯৯); 'য়েংখোম কমল মেমোরিয়েল এওয়ার্ড' (শিলচর-২০০৩); 'মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ প্লাটিনাম জুবিলী বিশেষ সম্মাননা' (ইম্ফাল-২০১০)সহ বিভিন্ন সম্মাননা লাভ করেন।

মণিপুরী ও বাংলায় প্রকাশিত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা আটটি এবং সম্পাদিত গ্রন্থ দুইটি।

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

CamScanner

published by

mustafa salim
utso prokashan
127 aziz super market (2nd flr.)
shahbag dhaka. Tel : + 88 02 9676025

cover design
Sabyasachi Hazra
Price taka 75 only (£ 2)

ISBN 978-984-8901-78-6

CamScanner